সমকাল

তারিখ ... 19 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবিরোধী প্রচার আরও জোরদার

সাব্বির নেওয়াজ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারের এক মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বর্তমান প্রচার আরও জোরদার করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পোস্টার, লিফলেট ছেপে বিতরণের পাশাপাশি আলেম-ওলামা, মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের দিয়ে সচেতনতামুলক প্রচারও শুরু হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর সারাদেশে একযোগে সব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় এবার দেশের প্রতিটি বিভাগে 'শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং জঙ্গিবাদ নির্মূলে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সমাবেশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও এলাকার সুধীজনদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। অংশ নেবেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারাও। এ সমাবেশের আয়োজন বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিভাগীয় পর্যায়ে হবে সমাবেশ

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, যারা জঙ্গিবাদে জড়িত হয়ে চিহ্নিত হয়েছে অথবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে– প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের, সন্তানদের বিপথে যাওয়া থেকে ফেরাতে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবিরোধী

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরিচালনা কমিটির সদস্য সবারই সমন্বিত প্রয়াস দরকার। তাই তাদের সবাইকে নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশ করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান, ঢাকা বিভাগ বড় হওয়ায় এখানে দুটি সমাবেশ করা হবে। এর একটি হবে ফরিদপুরে। চট্টগ্রাম বিভাগেও দুটি সমাবেশ হবে।

গত ৩০ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. আখতারউজ-জামান স্বাক্ষরিত এক আদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদবিরোধী বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ নির্দেশনায় বলা হয়, নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। একই সঙ্গে নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজন, স্কাউটিং ও গার্ল গাইডস কার্যক্রম বৃদ্ধি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়েও আলোকপাত করতে হবে। সব শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজের বিশিষ্ট উদ্যোগী ব্যক্তি, কমিউনিটি নেতা, ইমাম, শিক্ষার্থীদের এসব কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ইউজিসি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তারা এরই মধ্যে প্রতিটি বিভাগে জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশের আয়োজন করেছেন। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত এ সমাবেশ চলবে।

মাউশি সূত্র জানায়, গতকাল রোববার বিকেল ৩টায় কুমিল্লা জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে 'শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং জঙ্গিবাদ নির্মূলে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে ২০ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ১১টায় রাজশাহীতে, ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় ময়মনসিংহে, ১ অক্টোবর সকাল ১০টায় বরিশালে, খুলনা বিভাগের সমাবেশ হবে যশোরে ৬ অক্টোবর সকাল ১০টায়, ৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় হবে রংপুরে, ১৩ অক্টোবর সকাল ১০টায় সিলেটে, ১৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় চট্টগ্রামে, ৭ নভেম্বর বিকেল ৩টায় রাজধানী ঢাকায় এবং ৯ নভেম্বর বিকেল ৩টায় ফরিদপুরে জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও রাজধানীর মিরপুর সিদ্ধান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম রনি সমকালকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বিভাগীয় পর্যায়ের এসব সমাবেশ প্রতিষ্ঠানপ্রধান, শিক্ষকমণ্ডলী, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের মধ্যে জঙ্গিবাদবিরোধী নতুন এক সেতুবন্ধ রচনা করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে গড়ে তোলা আরও সহজ হবে বলে তিনি মনে করেন।